بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

যুক্তরাজ্য জলসা সালানা ২০২৬ উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক ও জলসার অতিথিদের প্রতি মূল্যবান উপদেশাবলী

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪শে জুলাই, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থান এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অতিথিরা এতে অংশ নেওয়ার জন্য আসছেন বা এসে পৌঁছেছেন। তারা সবাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথি, যারা বিশেষ এক ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। অতএব এই অতিথিদের আতিথেয়তা করাও এক বিশেষ মর্যাদার বিষয়।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিশ্বের প্রতিটি দেশে যেখানে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই এটি জানেন যে, আমাদেরকে জলসার অতিথিদের সেবা করতে হবে; আর এর জন্য সবাই নিজেদের সময় কুরবানী করেন এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিজেদেরকে জামাতের সেবায় পেশ করে থাকেন। বর্তমানে পার্থিবপূজারীদের অগ্রাধিকার ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছে, কিন্তু জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা নিজেদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য পেশ করছেন।

এরা হলেন সেই সকল মানুষ, যাঁরা এই বিষয়ের উপলব্ধি রাখেন যে-আল্লাহ্ তা'লা অতিথির সেবা, সম্মান ও মর্যাদার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহানবী (সা.) নিজের আমল ও বাণীর মাধ্যমে এর উপদেশ দিয়েছেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও বারবার এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং ব্যবহারিক আদর্শ প্রদর্শন করেছেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর ঈমান আনয়নকারীরা যেন অতিথির ন্যায্য অধিকার আদায় করে। আরয করা হলো, (হে আল্লাহ্‌র রাসূল!) ন্যায্য অধিকার কী? তিনি (সা.) বললেন, **একদিন ও এক রাতের আতিথেয়তা করো। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিন দিন পর্যন্ত তার আতিথেয়তা করো।**

এটি তো বিশেষ অতিথিদের জন্য; সাধারণত যেসব মানুষ অন্যদের বাড়িতে আসে, তারা কিছুদিনের

জন্য আসে। সাধারণভাবে যখন কোনো অতিথি আসে, তখন তার আতিথেয়তা ও সেবা-যত্ন করা উচিত-মুসলমানদের জন্য এটাই নির্দেশ।

আজকাল জলসার দিনগুলোতে অতিথিরা দূর-দূরান্ত হতে সফর করে আসছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন। তারা তো তিন দিনের বেশি সময়ও অবস্থান করবেন। জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে তারা যত দিনই থাকুন না কেন –তিন থেকে চার সপ্তাহ কিংবা দুই থেকে তিন সপ্তাহ, জামাত তাদের আতিথেয়তা করে এবং করবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার এক মহান অনুগ্রহ যে, জামা'তের কাছে তাদের আতিথেয়তা করার জন্য এত বিপুল সংখ্যক কর্মী প্রস্তুত রয়েছেন যারা কোনো বেতনভুক্ত কর্মী নন। বরং এখানে যুক্তরাজ্যে এই লঙ্গরখানায় সেবার জন্য বহু মানুষ সারা বছরই অতিথিদের সেবার জন্য কিছু না কিছু সময় দিয়ে থাকেন। যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে মানুষের আসাযাওয়া এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক, আর এ কারণেই আতিথেয়তাও অধিক পরিমাণে করতে হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্য জামা'তের সদস্যরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আতিথেয়তা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অতিথির আবেগ-অনুভূতি অনেক স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, তাই সর্বদা তাদের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। অতএব আমাদের এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমাদের সামগ্রিকভাবে অতিথিদের সেবা করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের পেশ করে থাকি, তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে এই সেবার কারণে আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

আমাদের কর্মী ভাই-বোনেরা যে আতিথেয়তা করেন –বাইরে থেকে আসা অ-আহমদী এবং অ-মুসলমান অতিথিরাও এর ফলে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তারা এটি দেখে অবাক হন যে, এত হাজার হাজার মানুষের জন্য খাবার রান্না হচ্ছে আর স্বেচ্ছাসেবকরা রান্না করছেন, আবার এক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার অধীনে তাদের খাওয়ানোও হচ্ছে এবং তাদের সেবাও করা হচ্ছে। তারপর কর্মীদের এক পুরো সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা এখানে পরিচালিত হচ্ছে –যার মধ্যে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা রয়েছে, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা রয়েছে, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় অসংখ্য বিভাগ রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের স্বেচ্ছাসেবকরা অত্যন্ত সূচারুরূপে কাজ করছেন। বাইরের লোকেরা এটি দেখে খুবই প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়; এটিও ধর্মপ্রচারের একটি মাধ্যম।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) অতিথিদের কীরূপ সেবা করতেন বা তাদের খেয়াল রাখাতেন– দৃষ্টান্তস্বরূপ এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (আ.) অতিথিদের অনেক খেয়াল রাখতেন। হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.) লঙ্গরখানার অতিথিদের খেয়াল রাখার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি (আ.) তার মনোযোগ আকর্ষণ করাতেন যে, **এই অতিথিদের বিশেষ খেয়াল রেখো আর সাধারণ দিনগুলোতে অতিথিদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের সেবা করো।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তা ও মেহমানদারি সম্পর্কিত বহু ঘটনা পাওয়া যায়, যা তাঁর (আ.) স্নেহ-মমতা, দায়িত্ববোধ এবং অতিথিদের সাথে চমৎকার আচরণের সর্বোত্তম আদর্শ পেশ করে। হযরত ডক্টর হশমত উল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, জলসার সময় জামা'তী এজলাসে অংশগ্রহণের কারণে তিনি খাবার খেতে পারেননি। এজলাস শেষ হওয়ার পর যখন তিনি গভীর রাতে লঙ্গরখানায় পৌঁছালেন, তখন খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেবল রুটির একটি টুকরো অবশিষ্ট পাওয়া গেল, যা তিনি খেতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো এবং আহ্বান জানানো হলো যে- যদি কোনো অতিথি ক্ষুধার্ত থেকে গিয়ে থাকেন, তবে যেন লঙ্গরখানায় এসে খাবার খেয়ে নেন। পরদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন যে, রাতে আল্লাহ্তা'লা ইলহাম করে জানিয়েছেন:

"ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু আত্'ইমুল জাই'আ ওয়াল মু'তার্র্" অর্থাৎ, হে নবী! ক্ষুধার্ত ও যাচনাকারীদের খাবার খাওয়াও।

এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অতিথিদের কষ্টের অনুভূতিও রাখেন। তাই জলসার কর্তৃপক্ষের সর্বদা এই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত যে, যেসব অতিথি সফরের কারণে দেরিতে পৌঁছাবেন অথবা কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে সময়মতো খাবার খেতে পারবেন না, তাঁদের জন্যও যেন উপযুক্ত ও তাজা খাবারের ব্যবস্থা বজায় থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, **আমার অনুসারীগণ দরিদ্র হোক বা ধনী, তাদের সাথে আমার একই রকম সম্পর্ক। তাই একই ধরনের খাবার রান্না করো, পোলাও-মাংস দিলে সবাইকে দাও আবার ডাল দিলে তাও সবাইকে দাও।**

হুযূর আনোয়ার বলেন, এগুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নীতি ও পদ্ধতি ছিল; এগুলো ছিল তাঁর (আ.) রীতি-শৈলী; এবং উপদেশ দেওয়ার ধরণ এবং এগুলোই ছিল তাঁর (আ.)-এর আতিথেয়তা ও মেহমানদারির নিয়ম।

হুযূর (আই.) অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই বিষয়টি অতিথিদেরও খেয়াল রাখা উচিত যে, লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনায় যে খাবার রান্না হয়, যা-ই পাওয়া যায়, তা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে খেয়ে নেওয়া উচিত। আর আপনারা যখন এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর আহ্বানে এসেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে এসেছেন যে, আমরা এখান থেকে আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণ করব, তবে আধ্যাত্মিক খাদ্যের দিকেই বেশি মনোযোগ থাকা উচিত। আর খাবারে কোনো ঘাটতি বা কমবেশি হলেও তা সহ্য করে নেওয়া উচিত, কোনো প্রকার দাবি-দাওয়া পেশ করা উচিত নয়। একই সাথে আমি এটিও বলতে চাই, খাবার নষ্ট করবেন না। যতটুকু পান ততটুকুই নিন, যতটুকু আপনি খেতে পারেন ততটুকু নিন। তাই অতিথিদেরও এই বিষয়টির খেয়াল রাখা উচিত যে, এই তিনটি দিনে যা কিছুই পাওয়া যায়, তা যেন ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে খেয়ে নেন এবং এমন ধরনের কোনো মনোভাব প্রকাশ না করেন যে-এই জিনিসটি আমাদের পছন্দ নয় কিংবা আমরা এটি খাব না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের পরিবেশন করা খাবারের মান সংক্রান্ত সতর্কতাভিত্তিক একটি বর্ণনা পেশ করার পর হুযূর আনোয়ার উপদেশ প্রদান করে বলেন যে, রান্না করার দায়িত্বে যেসব কর্মী রয়েছেন, তাঁদেরও সতর্ক থাকা উচিত যেন এই দিনগুলোতে-বিশেষ করে আজকাল যেহেতু গরমের মৌসুম-খাবারের ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা না হয়। বিশেষ করে ডাল ইত্যাদি, যেগুলোতে দ্রুত পচন বা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়, তা দীর্ঘক্ষণ রেখে যেন অতিথিদের খাওয়ানো না হয়। এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন এবং আগে খাবার ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেবেন।

সর্বদা মনে রাখবেন, যে নেক ও সৎ উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন, সেটিই আপনাদের পূরণ করতে হবে; যদি তা না হয়, তবে কোনো ফায়দা হবে না। হুযূর আনোয়ার বলেন যে, এখানে নামাযের তো নিয়মিত ব্যবস্থা রয়েছে; তবে যাঁরা দীর্ঘ সময় অবস্থান করছেন এবং জামা'তী কেয়ামগাহগুলোতে অবস্থান করছেন, জলসার পরও তাঁদের নামাযের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং জামা'তের সাথে নামায আদায়ের চেষ্টা করা উচিত।

এই দিনগুলোতে যাঁরা এখানে তাঁবুতে কিংবা মার্কিতে অবস্থান করছেন, তাঁদের সবার উচিত-যেহেতু এখানে তিন দিন তাহাজ্জুদও অনুষ্ঠিত হয়, তাই তাহাজ্জুদের সময় যখন জাগানো হয়, তখন যেন জাগ্রত হন; এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। নামাযের নিয়মিততা তো রয়েছেই, তবে তাহাজ্জুদের নিয়মিততার জন্যও

বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

অতঃপর হুযূর আনোয়ার (আই.) আবহাওয়া শুষ্ক থাকার প্রেক্ষাপটে যত্রতত্র আগুন না জ্বালানোর তাগিদ দিয়ে বলেন, যেকোনো ধরনের স্ফুলিঙ্গ বা আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ এর ফলে কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে হুযূর আনোয়ার বলেন যে, যদিও কর্তৃপক্ষ গোসলখানা, টয়লেট এবং অন্যান্য স্থানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, তবুও প্রতিটি অতিথি ও প্রতিটি কর্মীরও দায়িত্ব হলো ব্যবহারের পর পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখা। হাদিস শরিফ অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ; আর যখন জলসায় ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এসেছেন, তখন পরিচ্ছন্নতাকেও ইবাদত মনে করে এর বিশেষ ব্যবস্থা রাখা উচিত। এই দিনগুলোতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে একজন কর্মী মনে করবেন এবং যেখানেই প্রয়োজন অনুভব হবে, সেখানেই সহযোগিতা প্রদান করবেন।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, নিজেদের ঈমানের মান উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিন। এই দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি বেশি জোর দিন। অবসর সময়ে যেখানেই বসে আছেন– দরূদ শরীফ, দোয়া এবং ইস্তিগফারের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। বাজে কথা বলার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা ধর্মীয় আলোচনা করুন। একইভাবে এই দিনগুলোতে কিছু প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে, আপনাদের সেগুলো দেখার জন্যও যাওয়া উচিত এবং আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে দেখা উচিত। এটি আপনাদের জন্য জ্ঞানগত দিক থেকেও লাভজনক এবং ধর্মীয় দিক থেকেও লাভজনক হবে।

অতএব এসব বিষয়ের প্রতি যদি খেয়াল রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আপনারা জলসা থেকে পরিপূর্ণরূপে লাভবান হবেন। আল্লাহ্ করুন আপনারা সবাই যেন এই জলসা থেকে সব দিক থেকে লাভবান হতে পারেন আর জলসার যেসব বরকত রয়েছে, তা যেন সর্বদা আপনাদের জীবনের অংশে পরিণত হয় এবং আগামী প্রজন্মের জন্যও জীবনের অংশ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

24 July 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in